অন্যকোনখানে

আর্যনীল মুখোপাধ্যায়

পবিত্র নৃশংস ঃ চার্লস বুকোওস্কি

তুই খা। আমি বীয়র খাইনা। না, না, ঠিক আছে। কিচ্ছু খারাপ লাগবেনা। তুই খা না। আমি তেমন মদ্যপান করিনা। স্রেফ ওয়াইন, মানে সুরা। স্রেফ সুরা। তবে রোজ। এলিটিস্ট ? সেই যাই বল ভাই, সেই যে শিব্রাম চক্কোত্তি বলেছিলেন না - 'কেন যে লোকে নেশা করে ! নেশা যদি করতেই হয় রাবড়ির নেশা করো।' আমি ঐ শিব্রামের দলে, আজো। জিভে যে জিনিষের স্বাদ নেই খেতে যাবো কেন ? অতিরিক্ত সুরাপানে যকৃত ফুলে গেল সেদিন, বারীনদা বললেন - 'যাতে নেশা হয়না খাস কেন ?' কি বলবো ! তাছাড়া জানিস, সুরা আমাদের ভারতবর্ষের আদি মদ্য। মিশরের নীল নদের ধারে ওরা বানাতো আর আমাদের মহেঞ্জোদারোতে, কত হাজার বছর আগে, রুটি, ভাত এসব তৈরির বহু আগে - সুরা। তোরা সব ঔপনিবেশিক গাড়োল রয়ে গেলি, সাহেবরা বীয়র-ব্র্যান্ডি-হুইস্কি-চা এসব ধরিয়ে দিলো, সুরা ভুলে গেলি। সাকি ? হ্যাঁ, তাও হতে পারে, হয়তো ঐ জন্যেই সুরাভক্ত। তবে বন্ধু, গান-বাজনার ব্যাপার হলেও আমি ঐ লক্ষ্ণৌ ঘরানাকেই পছন্দ করতাম, ঐ ভীষণ সুন্দর দেখতে, ফুলহাতা ব্লাউজ পরা, শুদ্ধ রাগিনী আর শুদ্ধ উর্দুর গায়িকারা। হ্যাঁ, ওনাদের। রাইট।

তবুও বুকোওস্কির কথা বলছি কেন ? এত ধ্রুপদ-প্রেমের পরেও কেন বুকোওস্কি ?

জানিনা, জানিস ! এটাই জানিনা। আসলে দ্বন্দ্বসমাসের একটা সংক্রমণ আছে যার থেকে নিজেকে আমি বোধহয় বাঁচাতে পারিনা। সেখান থেকেই বুকোওস্কি। না না , শোন ...

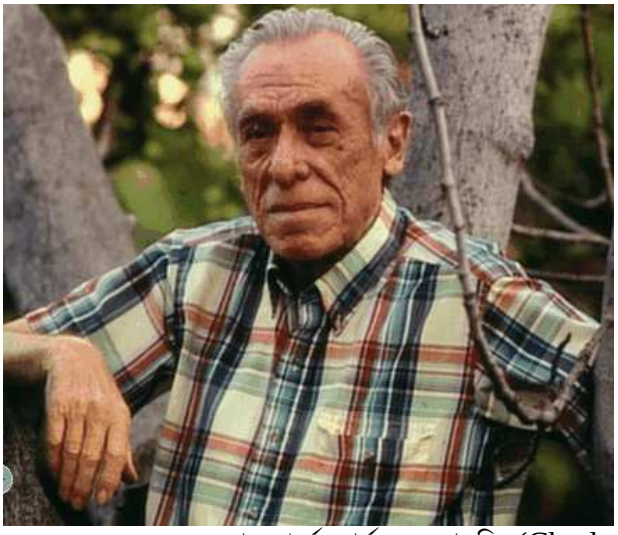

মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে চার্লস বুকোওস্কি (Charles Bukowski)।

সহজ কবিতা। তাই তো ? তারপর বলবি বিবৃতিমূলক কবিতা, ভাষা সম্বন্ধে ক্যালাস এক ধরণের কবিতা, ধ্বনি-শব্দ সম্পর্কে উদাসীন কবিতা। কেবলমাত্র একটাই মানে-ওলা নির্দিষ্ট, ডিটারমিনিস্টিক কবিতা। তার ওপর সুসজ্জাহীন, রূপকবিহীন এক বিরক্তিকর, ভনিতাহীন, সোজাসাপটা, নাইভ কবিতা। এই সব বলবি ? না ? নিশ্চয় বলবি। তোর সব কটা বিশেষণই ঠিক। ঐ ভাবেই চার্লস বুকোওস্কির কবিতার বর্ণনা করা যায়। অবশ্যই যায়। তবু কেন আমি মজি ? ওর কবিতার সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর রুচি, ভাবনা ও কবিতা বিশ্বাস নিয়েও কেন চার্লস বুকোওস্কি ? তাই তো ? সবটা আমিও বুঝিনি। বুঝিনা। চেষ্টা করবো। একসময়ে আমাদের সকলকেই দড়ির ওপর হাঁটতে হয়। আর তখন স্ববিরোধ আমাদের দেয় ঐ হাতের আনুভূমিক বাঁশটা। সেটাই ভারসাম্য দেয়, ডানদিকে বেশী হেললে বাঁদিকটা ঠিক ক'রে দেয়।

শুরু ? তাহলে শোন। মন দিয়ে শোন। আমি একটা কথাও বানিয়ে বলছি না। পিছিয়ে যাই একটু। ধর, ১২ বছর, ১৯৯৫-এ। সে বছর সেপ্টেম্বরে আমেরিকা এসেছি। সেই জীবনে প্রথমবার। সবে মাত্র, মানে, তৃতীয় দিন। নিউ ইয়র্ক রাজ্যের উত্তরে, ধর নিউ জলপাইগুড়ির মতো একটা ছোট শহর। স্কেনেকটাডি। স্বর্গে ধান ভাঙার মতোই কবির অন্য কবি খোঁজা। জয়ন্ত একটা সারপ্রাইজ দেবে ব'লে বর্ডার্স-এর বইয়ের দোকানে নিয়ে গেল। বিদেশে বাঙালী এসেই যেমন দেশের গন্ধ খোঁজে, সেই রকম আর কি ! ও দোতলায় নিয়ে গিয়ে দেখায় এশীয় গানের আইল-এ নির্মলেন্দুর সি ডি। তখনও 'সি ডি' শব্দটা কলকাতায় পৌঁছয়নি তেমনভাবে। রেকর্ড রুমের প্লেয়ারে সি ডি পুরে কানে ফোন এঁটে শুনলাম - নিম তিতা, নিশিন্দা তিতা। ভালোই লাগছিলো। কিন্তু ঐ যে, কবি খোঁজে কবির গন্ধ। বাংলা গান-টান বেশিক্ষণ ভালো লাগলো না। একটা শস্তার মোটেলে থাকতাম

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

তখন। সেখানে চোর-জোচ্চর-বেশ্যার খামতি নেই। প্রায় প্রতি রাতে পুলিশের গাড়ীর আওয়াজে ঘুম ভেঙে যেত। একদম পাশের ঘরে একটা ভাড়াটে বেশ্যা রোজ রাতে ঘর ভাড়া নিতো। তার বচসা আর শীতকার - দুটোর অডিও কোয়ালিটি একইরকমের। কলকাতার ছেলে আমি, তবু আওয়াজের চোটে প্রথম প্রথম আমি একটা রাতেও ঘুমোতে পারতাম না। তাই স্বভাবতই মোটেলে ফেরার তাড়া ছিল - একতলায় নেমে এসে খুঁজে বের ক'রে নিলাম - বেস্ট আমেরিকান পোয়েট্রি ১৯৯৪। তখনো ৯৫-এর সংকলন টা বেরোয় নি। A. R. Ammons ছিলেন সে বছরের সম্পাদক। তাতে জন অ্যাশবেরীরও কবিতা ছিল। বইটা তখনই কিনলাম। দোকানে দাঁড়িয়েই পড়ি একটা কবিতা। শীর্ষক - 'me against the world' । শীর্ষক ছোট হাতের। সরল গদ্য ভাষায় (বা কথ্য ভাষাও বলতে পারিস) লেখা একটা কবিতা। একটা ছোটো ছেলের মনস্তত্ব নিয়ে, ভাবনা নিয়ে, তার বিশ্বাস ও মনোভঙ্গি নিয়ে। সেই ছেলেটাকে তার বাবা নিগ্রহ করে। পেটায় - ভয়াবহভাবে। নির্দয়, নির্মম, যন্ত্রণাময় একটা সন্ধ্যার অভিজ্ঞতা থেকে বেরিয়ে আসা একটা কবিতা - আমি মাইরি বলছি আমি এমন কবিতা তখনো পড়িনি। কবির নাম চার্লস বুকোওস্কি। এর আগে নামও শুনিনি। অনুবাদ ? করতাম রে, খুব ইচ্ছে ছিল। কিন্তু ৯৪ এর সেরা মার্কিণ কবিতার সংকলনটা জোগাড় করতে পারলাম না কিছুতেই। ও, হ্যাঁ আমি তো সেদিনই কিনেছিলাম, কিন্তু সে বইটা কলকাতার বাড়ীতে ফেলে এসেছি। এখানে নেই। পরে এক সময়.....। ঠিক তাই, তুই ঠিক বলেছিস, - হ্যাঁ সন পেন (বিখ্যাত হলিউড অভিনেতা) প্রায়শই বুকোওস্কির এই ধরণের কবিতার কথা বলে। গল্পের কথা, উপন্যাসের কথা বলে। অর্থাৎ এই বিষয়ে ওঁর অনেক লেখা। আগ্রহটা এখান থেকেই শুরু হয়। এদিকে তখনো আমি জানিনা যে বুকোওস্কি আর বেঁচে নেই। আমি ওর কবিতা পড়ার প্রায় এক বছর আগে ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৯৪তে মারা গেছেন।

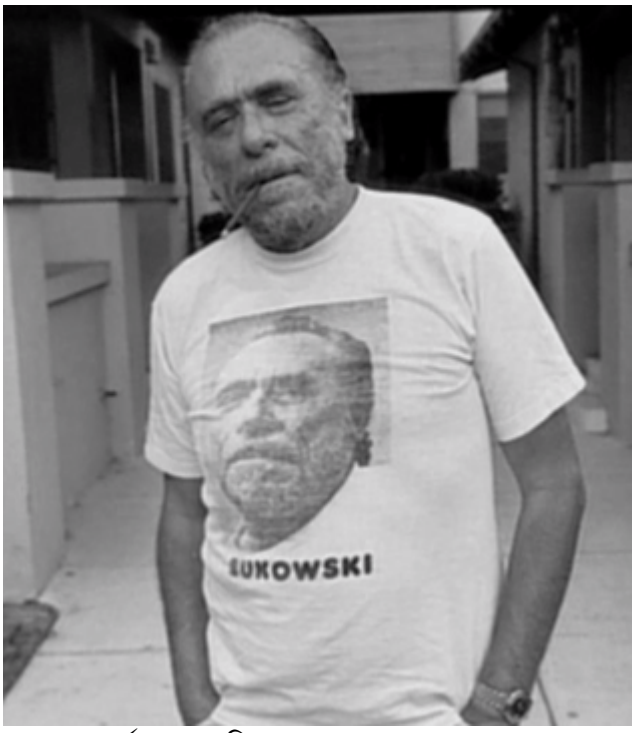

মধ্যবয়সে চার্লস বুকোওস্কি

ইমিগ্র্যান্ট ? অভিবাসী ? হ্যাঁ তা ঠিক। কিন্তু আমেরিকা নতুন বিশ্ব। দেশের ৫০% লোকই গত একশো বছরের মধ্যে ওদেশে এসেছে। আগে ছিল অন্যদেশের বাসীন্দা। চার্লস বুকোওস্কির জন্ম ১৯২০ সালে আদের্নাখ, জর্মনিতে। যখন ওঁর তিন বছর বয়স, বাবা-মা আমেরিকায় চলে আসে। বড় হয় আমেরিকায়। ঠিক, অনেকটা চার্লস ওলসনের মতো। তবে কি, ওলসনের পরিবার সংস্কৃতির সঙ্গে গভীর সম্পর্ক রাখতেন। বুকোওস্কি মূলত খেটে-খাওয়া পরিবারের ছেলে। ঠিক, বাবা - বাবাই ওর জীবনটা নষ্ট করে - নাকি, কবি/লেখক বুকোওস্কিকে গড়ে তোলে - কোনটা বলবো ? শোন, শোন, সত্তর দশকে একটা সাক্ষাৎকারে বুকোওস্কি বলছে - বাবা আমায় মারতো। কোন প্রশ্নের উত্তরে বলছে জানিস ? বেলজিয়াম টি ভি ওঁর সাক্ষাৎকার নিচ্ছে। ততোদিনে বুকোওস্কির পরিচিতি বেড়েছে। সে প্রায় সেলিব্রিটি। তাকে লিটিল ম্যাগাজিনের রাজা বলা হয় - এমন কোন লিটিল ম্যাগাজিন নেই যারা ওঁর লেখা ছাপে না। তখন ১৯৭০ দশক। গিন্সবার্গ-করসো-কেরুয়াক ও বীট প্রজন্ম যতোই নাম করুক, বুকোওস্কির আলাদা জগৎ রয়েছে।

তা, বেলজিয়াম টি ভি জিজ্ঞেস করছে - কেন আপনার কবিতায় এক নিষ্ঠুর মনুষত্য প্রকাশ পায় ? বুকোওস্কি বলছেন - 'আমার বাবা আমায় লিখতে শিখিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন এক অসাধারণ সাহিত্য-শিক্ষক। তিনি আমায় শিখিয়েছিলেন যন্ত্রণার মানে। আমায় মারতেন। বিনা কারণে। ৬ থেকে ১১ বছর বয়স অব্দি, প্রতি সপ্তাহে বাবা আমায় মারতেন - সপ্তাহে ৩ বার, একটা কাঁটা দেওয়া চামড়ার বেল্ট দিয়ে মারতেন। ৩ বার প্রতি সপ্তাহে - ৬ থেকে ১১ - কতোগুলো মার হয় - গুণে দেখুন তো!' অবাক হ'লি না তো ! ..... কি ? প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ! বাবা মারতো ? 'মহাস্থবির জাতক' তো ? হ্যাঁ, ঠিক। ঐরকম। দেখ, প্রেমাঙ্কুরও কিন্তু বাড়ী থেকে পালান, বয়সে বড়ো বিধবার প্রেমে পড়েন, শারীরিক সম্পর্কের ইঙ্গিতও আছে। খুবই এলোমেলো জীবন। সুতরাং ঐ প্রেমাঙ্কুরের গপ্পটা তুই ১৯৩০ সালের আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে ফ্যাল। আমি একটা তথ্যচিত্রের কথা বলি। John Dullaghan এর ছবি 'Born Into This'। চার্লস বুকোওস্কির ওপর। প্রায় ৩০ বছরের ফুটেজের সমন্বয়ে তোলা তথ্যচিত্র। দেখলে উচ্চকিত হতে হয়। আমি একটা গোটা সন্ধ্যা বুঁদ হয়ে বসেছিলাম ঐ ছবি দেখে। বলতে পারিস আজ যে তোকে এত সব বলছি, ঐ ছবিটাই তার প্রেরণা।

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

দ্যাখ, আমায় ভুল বুঝিস না....ঐ যে বললাম ১৯৯৫ তে ঐ যে কবিতাটা পড়ি, তার মধ্যে এমন একটা নৃশংস চিত্র ছিল, এমন একটা নৃশংস অনুভূতি, সদ্য ছাড়ানো একটা রক্তাক্ত মুরগীর থিরথির ক'রে কাঁপতে থাকা মাংশের মতো। সেই একই মাংশ রেফ্রিজেটরে রেখে, পরের দিন লেবুর রস দিয়ে মেরিনেট ক'রে, শত মশলা মাখিয়ে, তেলে চুবিয়ে, ভেজে, সাঁতলে, গরম মশলা ছড়িয়ে, তাজা ধনেপাতা দিয়ে যখন তোর পাতে দেওয়া হচ্ছে - তুই একটুকরো মুখে দিয়ে - বা ! বা ! তাইতো ? সেই একই মাংশটা বুকোওস্কি ঐ ঈষদোষ্ণ রক্তমাখা অবস্থায় সরাসরি তোর প্লেটে ছুঁড়ে দেন - তুই আঁতকে উঠিস। পড়া হয়ে গেলে হয় বমি করবি না হয় বিরক্তবদনে বলবি - এটা কি কবিতা ? শোন এবার - দুটো কবিতা শোনাই -

আরেকটা বিছানা

আরেকটা বিছানা
আরেকটা মেয়ে

আরো পর্দা
আরেকটা বাথরুম
আরেকটা রান্নাঘর

অন্য চোখ
অন্য চুল
অন্য
পা, গোড়ালি।

সবাই ম'জে আছে
সেই চিরখোঁজে।

তুমি বিছানায় শুয়ে থাকো
ও উঠে পড়ে, কাজে যাবে
জামা পরে, তুমি ভাবো
আগের মেয়েটার কি হলো
বা তার আগের মেয়েটার.....
এই গোটা ব্যাপারটা এত আরামের -
এই শরীরে শরীর সেঁধানো, প্রেম করা
এক সঙ্গে ঘুমোনো
এই আদর, লালা, এত মমতা, এইসব...

ওর হয়ে গেলে তুমিও উঠে পড়লে
ওর বাথরুম ব্যবহার করলে
সমস্তই এত ঘনিষ্ঠ, এত অচেনা
তুমি বিছানায় ফিরে গেলে
আরো এক ঘন্টা ঘুমোলে।

যাবার সময় মন খারাপ হয় কিছুটা
কিন্তু আবার দেখা হবে ওর সাথে

আমি যেমন পাগল চিরটাকাল

মাতাল, কবিতা লিখছি
এখন রাত তিনটে

এখন কেবল একটা জিনিষ
পেলেই হয় -
টানটান দুটো উরুর মধ্যে
টানটান, নিভাঁজ একটা যোনি

সম্পূর্ণ অন্ধকার
না হওয়া পর্যন্ত

তুমুল মত্ত, কবিতা লিখছি
রাত তিনটে চোদ্দ

কেউ কেউ বলে
আমার নাকি বেশ নামডাক হয়েছে

এ কি করছি আমি
বেহেড মাতাল, কবিতা লিখছি
এই এখন, তিনটে আঠারোয় ?

আমি যে এই রকমই উন্মাদ চিরকাল
ওরা বুঝতে পারেনা ঠিক
যে আজো আমি চারতলার জানলা থেকে
স্রেফ পায়ের পাতায় ভর ক'রে ঝুলে থাকা
সম্পূর্ণ বন্ধ করতে পারিনি -
ওসব আমি আজও করি
এই যেমন এক্ষুণি
এখানে ব'সে

লিখছি এইসব - যে
আমি ঝুলছি, স্রেফ পায়ের পাতার ওপর ভর
৬৮, ৭২, ১০১ তলা থেকে

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

সে প্রেম থাকুক বা কেটে যাক।
তুমি গাড়ী নিয়ে সমুদ্রের ধারে গেলে, বসে থাকলে একা
তোমার গাড়ীতে। বেলা প্রায় বারোটা।

- আরেকটা বিছানা, অন্য কান, অন্য কানের দুল
অন্য হাঁ-মুখ, অন্য চটি, অন্য পোশাক

এমনকি রং, এমনকি দরজা, টেলিফোন নম্বর
অন্য।

একদা তোমার জোর ছিল, তুমি একাই থাকতে পারতে।
এখন প্রায় ষাট, এসময়ে তোমার আরো চেতনা হওয়া দরকার।

উচিৎ গাড়ী স্টার্ট ক'রে, গিয়ার দিয়ে ভাবা
জিনী ফিরলেই ওকে ফোন করবো,
সেই শুক্রবারের পর ওকে দেখিনি।

অনুভূতিটা একটুকুও বদলায়নি ঃ

সেই নিষ্ঠুরতা
বিজেতার মতো সেই
প্রয়োজনীয় পরাজয়

মাল টানছি এখানে ব'সে আর কবিতা লিখছি
তিনটে চব্বিশের রাতে।

অবশ্যই, ইউরোপে আজ বুকোওস্কি, বিশেষত ওর গদ্য/উপন্যাস অসম্ভব জনপ্রিয়। গিন্সবার্গের চেয়ে অনেক বেশী। কেরুয়াকের মতোই বলা যায়। এবং শুধু এখন নয় সত্তর দশকের শেষ থেকেই বুকোওস্কির উপন্যাস নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। আরো একটা ব্যাপার লক্ষ্য কর। এমনতো শুনেছিস অনেক - তাই না, যে প্রথমে কবিতা লিখতো, তারপর উপন্যাসে হাত দেয় - আমাদের সাহিত্যে তো কত উদাহরণ। সুভাষ, সুনীল, শক্তি, শরৎ, জয় গোস্বামী, কমল চক্রবর্তী, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, ইত্যাদি। বুকোওস্কির ব্যাপারটা ঠিক উল্টো। কবিতা আসে অনেক পরে। প্রথমে কিন্তু গল্প/উপন্যাস। বেশ নিয়মিত ঔপন্যাসিক সে, তখন হঠাৎ কবিতা আসে। এবং লক্ষ্য কর, ওর প্রায় সমস্ত কবিতাই গল্পের বীজে বোনা। সোজা ন্যারেটিভকে নষ্ট করার কোন ইচ্ছে নেই। বেলজিয়াম টি ভি-র সাক্ষাৎকারের কিছুটা এই রকম.....না সবটা বলা যায় না.....না, না ....বাদ দে, সে বীভৎস খিস্তি-খাস্তায় ভর্তি। এই জায়গাটা শোন -

বেলজিয়াম টি ভি - আপনার গল্পে/উপন্যাসে 'প্রেম' জিনিষটাকে আপনি তুমুলভাবে খাটো করেছেন। শারীরিকতা, যৌনতার বাইরে তাকে রাখতে দেন নি। এই অভিযোগ আপনার বিরুদ্ধে ওঠে।

বুকোওস্কি - কে বলেছে এ কথা ?

বেলজিয়াম টি ভি - অনেকেই বলেন। আজ আমরা বলছি।

বুকোওস্কি - কিছুই বোঝোনি আমার লেখা, মগজের বাইরে দিয়ে সব....

বেলজিয়াম টি ভি - কি বলছেন আপনি ? 'প্রেম' জিনিষটার অস্তিত্ব আছে আপনার লেখায় ? ঐ সেক্স আর রক্ত-মাংশের বাইরে সে আছে ?

বুকোওস্কি - এই ছোঁড়া, তোমার ঐ গু-মাখা ধারণা তোমার নিজের কাছে রাখো। শালা, মাদার.... এই সব জিজ্ঞেস করতে এসেছো আমাকে ? প্রেম কাকে বলে বোঝো ? প্রেম প্রতিদিনকার। প্রতিদিন ভোরের। ভোরের ঐ এক ঘন্টা, যখন সূর্য উঠছে, নরম তার আলো, তার তাপ। কিন্তু আস্তে আস্তে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে সব। গরম বাড়ছে, আলো বাড়ছে, সেই প্রেমটা ফিকে হয়ে যায় তখন। মাত্র এক ঘন্টা তার আয়ু, সেই প্রেম, যা আমার সমস্ত লেখার সমস্ত কোণে রয়েছে, আর তোমরা শালা গাধার গুহ্যদ্বার, দেখতে পাও না শুয়োরের বাচ্চা.....

বেলজিয়াম টি ভি - আপনার কবিতায় আসা যাক এবার। আপনার কবিতা খুব ন্যাড়া কবিতা। কোন ইমেজারি নেই। রূপকহীন, চিত্রকল্পহীন, উপমাহীন কবিতা।

বুকোওস্কি - রূপক/উপমা, অতোসব লাক্সারী আমার পোষায় না শালা। অতো জায়গা নেই আমার মধ্যে, ভাই। সময় নেই। কেননা ঐ যে তোমায় বললাম, আমার বাবা ছিলো আমার সাহিত্যিক ট্রেনার। সম্পূর্ণ অযৌক্তিক কারণে আমায় মারতো। পিটতেন। রোজ। মারতে মারতে মারতে আমার মধ্যেকার সমস্ত ভান-ভনিতার রস-মেদ সমস্ত বের ক'রে দিয়েছিলো। স্রেফ আত্মাটা পড়েছিল। তাই আমার কবিতায় ঐসব স্নেহপদার্থ নেই। আত্মা তার কথা বলে সরাসরি। বলে যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে।

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

যন্ত্রণার মানে অনেক লেখক জানে না। বেশিরভাগ লেখকই জানেন না। আমাকে আমার বাবা শিখিয়েছিলেন, আমি ঐ বুড়ো ভামটার প্রতি কৃতজ্ঞ।

জান্তবতার কথা বলছিস ? হ্যাঁ ? পাশবিকতা ? পশু, জন্তু.... বেশ। কিন্তু বলতো, পবিত্র কে ? ঐ পশু নয় ? জন্তু নয় ? একমাত্র ওদেরই কোন ভান-ভনিতা নেই, বুকোওস্কির কবিতার মতো। প্রকৃতি তাদের যেমন করে গড়েছে তারা তেমনিভাবে আমাদের কাছে ধরা দেয়। আমি একটা মেয়েকে চিনি সে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেল দেখতে পারেনা। একটা সিংহ পরিবার আর দুটো হায়নার বাচ্চা একটা জেব্রাকে কেটেকুটে খাচ্ছে এই দৃশ্য সে নিতে পারে না। কিন্তু ঐ দৃশ্যের চেয়ে সত্য, সুন্দর ও পবিত্র কিছু নেই। একটা খেটে খাওয়া পরিবারের দিনের একমাত্র মিড-ডে মিল। তাও আবার হায়নার বাচ্চাগুলোর সঙ্গে ভাগ ক'রে খাচ্ছে। এভাবে ভাব। কেন পারছিস না ? ঐ নিষ্ঠুর লোকটার মধ্যে থেকে একটা সৎ, পবিত্র লেখা বেরিয়ে আসতো। বুকোওস্কির প্রায় সমস্ত কবিতায় দেখিস - কোন চালাকি নেই কোথাও, কায়দা ক'রে বলা কথা নেই, চমক দেবার চেষ্টা নেই। অন্য লোকের সমালোচনা, সমাজকে ব্যঙ্গ - এসব নেই, যা আছে, যত ঠাট্টা, ব্যঙ্গ আছে সমস্ত নিজেকে নিয়ে, বা নিজের ওপর দিয়ে .... একটা লোক যে অন্য কাউকে ছুরি মারার আগে নিজেকে একবার মারে, মেরে দেখে নেয় ছুরিটা মারা যায় কিনা। মাঝে মাঝে আমরা অবশ্য চমকে যাই তার কারণ ওর নিজের জীবনটা। অপ্রত্যাশিত, অননুমোদিত, আহত একটা জীবন। যার বিবরণ আমাদেরও আহত ক'রে, মনুষ্যত্বের হীনদিকটা কতোটা ঠান্ডা হ'তে পারে আমরা টের পাই। এবং কোন উপমার মশলা, ভাষার সর বুকোওস্কি ফেলে রাখেনা তার কবিতার ওপর। শোন একটা গল্প বলি.....কোনটা ? ... ও, সেটা পরে বলছি.....এটা আগে শোন না -

অ্যালেন গিন্সবার্গকে একজন প্রশ্ন করেছিল - আপনি প্রায়শই স্টেজে উঠে স্ট্রিপ করেন কেন ? করতো না ? হ্যাঁ, একিরে, শুনিসনি কখনো ? অ্যালেন তো মঞ্চে উঠে মাঝে মাঝেই ল্যাংটো হয়ে যেত.... তা গিমিক তো বটেই, অ্যালেনের অনেক গিমিক ছিল। ওকে এক দর্শক জিজ্ঞেস করলো - আপনার কবিতা কি ? বুঝিয়ে বলুন। অ্যালেন ল্যাংটো হয়ে বললো এই আমার কবিতা.... এতো সুনীল কবে লিখেছেন, তুই পড়িস নি ? যাক গে, শোন। অ্যালেন এর প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলো - 'যে মেয়েটি স্ট্রিপার, বারে রোজ রাতে নগ্ন হয়, তার বিনিময়ে জীবিকা পায়, তার যন্ত্রণা হয়তো আছে, কিন্তু একজন সত্যিকারের কবির যন্ত্রণা তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী। কারণ সেই লোকটা তাঁর প্রত্যেকটা কবিতা লেখার সময় নিজের শরীর নয়, তার চেয়েও গভীরে যা - তার আত্মাকে, ঐ ঘেয়ো আত্মাকে নিয়ত নগ্ন করে। কেবল বারের লোকগুলোর কাছে নয়, গোটা পৃথিবীর সামনে ছাল ছাড়িয়ে রাখে তার আত্মা।' বুকোওস্কির সেই প্রথম কবিতাটা পড়ে আমার অ্যালেনের কথাটা মনে পড়ে গিয়েছিলো। পরে ওর অন্যান্য কবিতা পড়েও একই কথা মনে হয়।

এবার তোর প্রশ্নে ফিরি। লেখকের থেকে কি লেখাটাকে আলাদা ক'রে দেখবো ? এইরকম ভাবছিস তো ? বুকোওস্কিকে পড়তে গেলে সেটা করতেই হবে। কেননা তুই লোকটাকে মেনে নিতে পারবি না। আজকের আমেরিকাও মেনে নেয় না। যে সময়ে বুকোওস্কি আমেরিকায় জনপ্রিয় হয়, সেই সময়টা প্রতিসংস্কৃতির সময়। তখন ভিয়াতনাম যুদ্ধের প্রতিবাদ ক'রে দেশের সেনাবাহিনী দেশের রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে মাইক তুলে নিয়েছে। বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা প্রতিবাদ করেছে। এখনকার সমাজটা অনেক গোঁড়া, রক্ষণশীল হয়ে পড়েছে। ফলে আজ যে বুকোওস্কির মতো, তার লেখা কেউ পড়ে না। তো, বুকোওস্কি ছিল সেই প্রতিসংস্কৃতির লেখক। সমাজবিরোধী ও বলা যায়। একটা ডাকঘরে সামান্য চাকরি করতো। জীবনের অনেকটা সময়। যা পেত তাই দিয়ে মদ খেতো, সিগারেট খেতো - নিরন্তর, যার তার সঙ্গে শুয়ে বেড়াতো আর বাকী সময় টাইপ-রাইটারে ব'সে লিখতো। প্রচুর লিখতো। ৫০ পেরোতে না পেরোতে বুকোওস্কির নামডাক বাড়তে থাকে। লরেন্স ফেরলিংগেটি ওকে ডাকেন সান ফ্রান্সিস্কো তে গিয়ে সিটি লাইটস্ বুকস্টোর আয়োজিত এক সন্ধ্যায় কবিতা পড়তে। সেই পাঠের আসরে তরুণ ছেলে-মেয়েদের দল উপচে পড়ে। ফিল্ম তোলা হয়। তারও অংশবিশেষ দেখলাম। হাসি-ঠাট্টায় গড়াগড়ি যাচ্ছে ছেলে-মেয়েরা। অবিরত বীয়র পান চলছে গল্পপাঠের সাথে। যেমন লেখক তেমনি পাঠিকা-পাঠক। সিগারেটের ধোঁয়া প্রায় মেঘের মতো। এবং বুকোওস্কি সুযোগ পেলেই খিস্তি করছে। হ্যাঁ ?.... বেশ ভালোই খিস্তি করছে গুরু....যাইহোক, দ্যাখ, এসব আসরে সাধারণ, সুভদ্র, ভালোমানুষের পোলাপানেরা যাবে না। কিন্তু তারাও তো বুকোওস্কির লেখা পড়েছে। আজও পড়ছে। লাতিন আমেরিকায়, রাশিয়া, জর্মনিতে ওর অসংখ্য পাঠক। এরা তো লোকটাকে দেখছে না। লেখকের সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অনুভূতি গড়ে উঠছে তার লেখা থেকে। ফলে লেখাটাকে লেখকের থেকে আলাদা ক'রেই দেখতে হবে - তাই না ? হ্যাঁ বল....

ছোটোবেলা ? লস এঞ্জেলিস শহরে বড় হওয়া, কাছের লোকজন ওকে ডাকতো - 'হ্যাঙ্ক'। সারাজীবনই বন্ধুরা - 'হ্যাঙ্ক' নামে ডেকেছে। প্রেমিকারা, বউরাও - হ্যাঙ্ক। ২০ বছর বয়স, ওর বাবা একদিন ওর ঘর থেকে একটা ফাইল পায় - তাতে ওর গল্প ছিলো অনেকগুলো। সেই বেয়াড়া গল্প পড়ে বাপ খচে মচে, বাগানে ছুঁড়ে ফেলে দেয় পাতাগুলো। বাড়ী থেকে বের ক'রে দেয়। হ্যাঙ্ক কলেজে তখন। জার্নালিজম ও সাহিত্য পড়ছে। কলেজ ছেড়ে দেয়। ১৯৪৩ সালে, তখন ওর বয়স ২৩, সে বারে ব'সে মদ খাচ্ছে একা একা। পাশে এসে ব'সে একটা বেশ্যা। হ্যাঙ্কের চেয়ে অনেক লম্বা সে, দশাশই চেহারা, প্রায় ৩০০ পাউন্ড ওজন। তার সাথে সেই রাত্রে প্রথম শোয় বুকোওস্কি - কুমারত্ব হারায় সেইদিন। টুকটাক গল্প বেরোচ্ছে তখন। পরের বছর বাজে সন্দেহে ওকে এফ-বি-আই ধ'রে নিয়ে যায়। ১৭ দিনের জেল হয়। ২৭ বছর বয়স থেকে ৩৫ পর্যন্ত জেন নামে একটা মেয়ের সঙ্গে বুকোওস্কি ঘুরে ফিরে থাকতো। এফ-বি-আই এর খাতায় তারা স্বামী-স্ত্রী, যদিও ওদের বিয়ে হয়নি। বারবারা ফ্রাই নাম্নী এক লেখিকাকে বিয়ে করে ঐ বছর। ডাকঘরে চাকরি করে। সারারাতের চাকরি। চিঠিপত্র বাছাই ক'রে একটা ঘুরন্ত

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

কনভেয়রের ওপর ফেলা ওর কাজ। অতিরিক্ত মদ্যপানে অবস্থা এমন হলো যে চাকরি ছেড়ে দিতে হলো স্বাস্থ্যের কারণে। কিন্তু লেখা থেকে খাওয়া জোটে না। ফলে আবার দরখাস্ত করতে হলো।

জন মার্টিন নামের এক ছোট প্রকাশক হ্যাঙ্কের লেখা প'ড়ে মুগ্ধ হয়ে যায়। তখন ষাট দশকের মাঝামাঝি। আমেরিকায় উদারতার হাওয়া বইছে। হিপিবংশের জন্ম হয়েছে। বীটরা তুমুল জনপ্রিয়। মার্টিন বীট লেখকদের ভক্ত ছিলেন। কিন্তু বুকোওস্কির লেখা পড়ে ওর মাথা ঘুরে যায়। মার্টিন একটা ঝুঁকি নেন। ওঁর ধারণা হয়েছিলো এই হলো সেই ভবিষ্যতের লেখক ও কবি যে একটা সম্পূর্ণ মার্কিণ আইকন হয়ে উঠতে পারবে। দ্যাখ্, পাগলামি, বাঁদরামি অ্যালেন গিন্সবার্গ যতোই করুন, সে পুরোদস্তুর কবি ছিলো। তুমুল ইন্টেলেকচুয়াল। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র ছিলো। পরবর্তী জীবনে অধ্যাপক - সেই অধ্যাপক যিনি ছাত্রদের নিজের কবিতা পড়ান (ক'বে যে আমাদের দেশে এমন হবে!)। কিন্তু বুকোওস্কি ? সে বিরাট আঁতেল কেউ নয় ভাই, কিন্তু আঁতেলরা তাকে গুরুত্ব দেয়। মার্টিন এক সাক্ষাৎকারে সম্প্রতি বলেছেন যে ওঁর বুকোওস্কি প'ড়ে মনে হয়েছিলো যে এই বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী মার্কিণ সাহিত্যের ওয়াল্ট হুইটম্যান। সেই ক্ষমতা এর আছে। ও রাস্তার লোক, এবং ওর গোটা সাহিত্যটাও আসছে জীবন থেকে, রাস্তা থেকে। এক সমালোচক বলেন - 'কবিতাকে আকাদেমীচ্যুত করার কথা অনেকদিন থেকেই হচ্ছে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও সেটা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পারেননি, র‍্যাঁবো পেরে গেলেন প্রথমেই, কিন্তু ঐ একবারই, তারপর গেঁয়ো চাষা ওয়াল্ট হুইটম্যান আর এবার চার্লস বুকোওস্কি।' ওঁর উপন্যাসগুলো নাম-ধাম লক্ষ্য কর -

Flower, Fist and Bestial Wail (1960)
Run With The Hunted (1962)
Crucifix In A Deathhand (1965)
True Story (1966)
All The Assholes In The World And Mine (1966)
Notes Of A Dirty Old Man (1969)
Post Office (1971)
Erections, Ejaculations, Exhibitions and
General Tales of Ordinary Madness (1972)
Love Is A Dog From Hell (1977)

গ্ল্যামার, ভদ্রতা, সৌজন্য কে চুরমার করা এক একটা সাহিত্যখন্ড। এক সময়ে, ১৯৮০-র গোড়ায় বুকোওস্কি বেশ টাকা পয়সা কামিয়ে ফেলেন। হলিউড ওর বই থেকে ছবি করে, বেলজিয়ামে ওর বই চলচ্চিত্রায়িত হয়, উপন্যাস ও কবিতার বইয়ের ব্যাপক বিক্রি - ফলে জীবনটা রাতারাতি পাল্টে যায় হ্যাঙ্কের।

বোর করছি ? বেশ....আচ্ছা, আচ্ছা বলছি। বাফেলো বিশ্ববিদ্যালয়ের কবিদের ফোরামে বছরখানেক আগে একদিন হঠাৎ বুকোওস্কিকে আলোচনা শুরু হয়। স্বভাবতই আমি কৌতূহলী হয়ে পড়ি। আলোচনায় যোগ দিই। একটি ছেলে, এক তরুণ কবি - সে বুকোওস্কিকে নিয়ে খুব উত্তেজিত, মানে ওর সাহিত্য ও জীবনের নগ্ন সততায় সে মুগ্ধ। এমন সময় এক অধ্যাপিকা অভিযোগ আনেন যে বুকোওস্কিকে বয়কট করা উচিৎ কারণ সে নারী-নিগ্রহী (misogynist)। ব্যাস যুদ্ধ বেঁধে গেল ই-গ্রুপে। নানা তর্ক, আঁতলামি, ভদ্রভাষার ঝগড়া, যা হয় আর কি। এমন সময় সেই তরুণ কবি একদিন নাক খত দিয়ে কান মুলে স্বীকার করে গেলো যে সে বুকোওস্কির লেখা আর কখনো পড়বেনা কেননা সে প্রমাণ পেয়েছে যে বুকোওস্কি সত্যি নারী-নিগ্রহকারী। সে একাধিক ভিডিও দেখেছে বন্ধুদের কাছে যেখানে বুকোওস্কি জনৈক মহিলাকে পেটাচ্ছে।

করবো না ? অবশ্যই। করলামও। হ্যাঁ, রিঅ্যাক্ট করি। সেদিনই .... শোন। দ্যাখ, আমেরিকা আধুনিক সভ্যতার পীঠস্থান। কেমন ? ফলে লেখক-কবিরা নিজেদের এই সভ্যতার বিবেক ভাবেন। সমস্ত রকম ভন্ডামি, গোঁড়ামির (bigotry) বিরুদ্ধে এঁদের প্রতিবাদ, সর্বক্ষণ। বুশ কোথাও একটা বেমক্কা উক্তি করলেই এঁরা তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠেন। কেউ এদের কথা শুনুক আর নাই শুনুক। সেটা ভালো। মেয়েদের স্বাধীনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে আজ মহিলা কবি/সমালোচক/গবেষক/অধ্যাপিকার সংখ্যা প্রচুর বেড়েছে, তাঁরা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য কাজ করছেন। ফ'লে মুক্ত ফোরামে এক নারী-নিগ্রহীর সপক্ষে কথা বলা মানে, বুঝতেই পারছিস - একেবারেই যুগোপযোগী কাজ নয়। কিন্তু একজন misogynist ব'লে তার লেখাটাকে অস্বীকার করা - এটা কি গোঁড়ামি নয় , বিগট্রি নয় ? আমি এই প্রশ্ন তুলি। আরো একটা প্রশ্ন ছিলো আমার। ..... হ্যাঁ, ঐ সময়েই পেলাম, ফিল্মটা তো ? অনেক চেষ্টা কষ্টে পেলাম রে। সিন্সিন্যাটি সরকারী গ্রন্থাগারে আপীল ক'রে নিউ ইয়র্ক থেকে এলো ঐ তথ্যচিত্র। John Dullaghan এর ছবি 'Born Into This'। অসাধারণ এক তথ্যচিত্র। প্রায় ৩০ বছর ধ'রে তোলা। সাদা-কালো থেকে রঙিন ছবি পর্যন্ত। সেখানে পেলাম নারী-নিগ্রহের একটা ছোট্ট রূপালি খন্ড। শ্যুটিং চলছে তখন, হ্যাঙ্কের বয়স ৬০ পেরিয়েছে। সারা দিনের শ্যুটিঙের শেষে স্বামী-স্ত্রী মাল টানছে, সঙ্গে বিড়ি। হঠাৎ লিন্ডার সামান্য একটা কথায় বুকোওস্কির অমানুষ বেরিয়ে আসে।.....

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

প্রথম ফ্রেম - তরুণী ভার্যার পেটে রাগে, উন্মত্ত বুকোওস্কি প্রথমে লাথি চালান। বউ স'রে যায়, লাগে না। দ্বিতীয় ফ্রেমে বুকোওস্কি আবার লাথি ছুঁড়ছেন। তাতেও ক্ষান্ত হননি। তৃতীয় ফ্রেমে ধরা পড়ছে তাঁর ক্রোধে বিকৃত মুখ। এরপরেই লাফিয়ে পড়বেন স্ত্রীর ওপর। এবং তথ্যচিত্রকার ও তাঁর সঙ্গী ক্যামেরা বন্ধ ক'রে বুকোওস্কিকে থামাতে যাবেন।

হ্যাঁ, আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন! দ্যাখ, আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিলো - অপরাধী কে ? কে অপরাধীকে চিহ্নিত ক'রে ? সমাজ। এক একটা সমাজে অপরাধীর চেহারা আলাদা। আইন আলাদা। তার মধ্যে তারতম্য আছে। বউকে মারতে উদ্যত চার্লস বুকোওস্কি অপরাধী। বেশ। লিন্ডা ওর তৃতীয়া স্ত্রী। এই ঘটনার পর লিন্ডা আর বুকোওস্কির সঙ্গে থাকেননি। সেটাও ঐ তথ্যচিত্রেই বললেন। অথচ দ্যাখ, বুকোওস্কির প্রথমা স্ত্রীর প্রসঙ্গ ওখানে ঐ কবিদের ফোরামে কেউ তুললো না। কেন ? প্রথমা স্ত্রী চাকরি করতেন না। ওঁদের একটা মেয়েও হয়। মেয়ের যখন কয়েক বছর, বুকোওস্কি হঠাৎ একদিন আচমকা ঠিক করেন তিনি বিবাহ বিচ্ছেদ চান। বিচ্ছেদ সহজেই হয়ে যায় কেননা স্ত্রী প্রতিরোধ করেন নি। এবং অসহায় স্ত্রী ও বাচ্চাকে ছেড়ে হ্যাঙ্ক অন্যত্র চ'লে যান। অবশ্য মার্কিণ আইন অনুযায়ী স্ত্রী-কন্যাকে ভরণপোষণ দিতে হতো। মার্কিণ সমাজ এমনভাবে নির্মিত যে একজন একা-মা, ইস্কুল-পাশ হলেও ছোট খাটো চাকরী ক'রে সংসার চালাতে পারেন। সুতরাং এতে বুকোওস্কির কোন দোষই নেই। আমি ঠিক এখানেই অভিযোগটা করলাম। ভারতীয় সমাজের একটা সমান্তরাল ছবি এঁকে। ওঁদের বললাম - মনে করুন একজন স্বামী - স্ত্রীর সঙ্গে কোনদিন খারাপ ব্যবহার করেননি, ৩ ছেলেমেয়ে। সকলেই তাঁর একার রোজগারের ওপর নির্ভরশীল। সেই লোকটি একদিন আচমকা হিমালয়ে চ'লে গেলো সন্ন্যাসী হ'তে, বা লেখক হ'তে গিয়ে কোথায় মিলিয়ে গেলো। এই পরিবারের অবস্থাটা কি দাঁড়ায় ? সহজেই অনুমেয়। কিন্তু সাহেবদের কাছে সেটা সহজ নয়। ওঁদের বুঝিয়ে ব'লি - যে আমাদের সমাজে এখনো এত সহজে এক নিম্নবিত্ত পরিবারের স্ত্রীর পক্ষে ৩টে বাচ্চা নিয়ে উঠে দাঁড়ানো সম্ভব নয়। ফ'লে এই স্ত্রী ও শিশুরা একটা চরমতম জায়গায় গিয়ে প'ড়ে। তো, এই কদাচিৎও গায়ে-হাত-না-তোলা স্বামীটি কি একটা বউ-পেটানোর চেয়ে বড় অপরাধী নয় ? ওঁরা আমার কথাটা বোধহয় বুঝতেই পারলেন না কেউ। কেবল একজন ছাড়া। সেই ভদ্রলোক অপূর্ব ভাষায় একটা মরমী চিঠি দিয়েছিলেন। এক misogynist কবির সাহিত্যকে বরদাস্ত করতে পারার মলম বাড়িয়ে দিয়ে, আমার দেওয়া উদাহরণ থেকে নির্মমতার পুর বের ক'রে তৈরি করার চেষ্টা করছিলেন এক সমকক্ষ মতামতের জমি। উনিই চিঠির শেষে বুকোওস্কির শেষ জীবনে লেখা একটা ছোট কবিতা তুলে দিয়েছিলেন। সব জন্তুর মধ্যে একটা পাখি থাকে, জানিস তো ?

নীলপাখি

আমার ভেতরে নীল রঙের একটা পাখি আছে
কেবল বেরোতে চায় সে
আর তেমনি কঠিন আমি, তাকে বলি -
থাক, যেখানে আছিস
আমি চাইনা
কেউ তোকে কোনদিন দেখুক।

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

চার্লস বুকোওস্কির চারটে কবিতা

ধ্বংস

উইলিয়াম সারোয়ান বলেছিল 'আমি একই মহিলাকে
দুবার বিয়ে ক'রে নিজের জীবনটা ধ্বংস করলাম।'

উইলিয়াম, জীবনটাকে ধ্বংস করার মতো কিছু
জিনিষ সবসময়েই থাকবে
সব নির্ভর করছে
তাদের মধ্যে
কে বা কোনটা আমাদের আগে খুঁজে পায়,
আমরা সবসময়েই পাকা, টসটসে
টপ ক'রে মুখে ফেলার জন্য তৈরি।

বিধ্বস্ত জীবন খুব স্বাভাবিক
শুধু, শুধু জ্ঞানী মানুষদের জন্য নয়
অন্যদের জন্যেও।

ধ্বংস হওয়া জীবনটা তখনই আমাদের হয়
যখন আমরা বুঝতে পারি
যে ঐসব আত্মহত্যা, মাতালের দল,
পাগল, জেলখাটা, জুয়াড়ী, মাদকাসক্ত
ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি
সবাই একটা স্বাভাবিক অস্তিত্বের অংশ
যেমন ধরো ঐ লাল গ্ল্যাডিওলা, রামধনু
যেমন ধরো ঐ ঝড়
আর রান্নাঘরের ফাঁকা টেবিল।

ময়লা ফেলার টিন

এই জিনিষটা দারুণ। দুটো পদ্য লিখলাম
একটাও ভালো লাগলো না।

আমার কম্প্যুটরে একটা ময়লা ফেলার টিন রয়েছে
ট্র্যাশ ক্যান। আমি টেনে হেঁচড়ে নিয়ে গেলাম
কবিতা দুটো
গিয়ে টিনের ভেতরে নিক্ষেপ করলাম।

হয়ে গেলো। তারা খোয়া গেল চিরতরে।
কোন কাগজ না, শব্দ না, ক্ষোভ নয়
ডিমবাহী অমরা নেই
কেবল একটা পরিষ্কার পর্দা
তোমার জন্য অপেক্ষা করে।

সম্পাদকদের আগে নিজেকে
প্রত্যাখান করা সবসময়েই
স্বাস্থ্যকর।

বিশেষ ক'রে এই রকম এক বৃষ্টির রাতে
রেডিওতে যখন ভুলভাল সব গান হচ্ছে

এছাড়া, আমি জানি তুমি আর কি ভাবছো -
যে, এই কুজন্মের কবিতাটিকেও
ওখানে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে গিয়ে নিক্ষেপ
করা উচিৎ ছিল, তাই না !

হা হা হা হা

পুস্তকালোচনা পড়ার পর

এসব মেনে নেওয়া যায় না
আর ঘরের সর্বত্র তুমি খুঁজে মরো সেই লোকটাকে
যার কথা ওঁরা লিখেছেন।

সে কই ?
সে তো নেই।
সে তো হাওয়া।

বইটাকে যতদিনে ওঁরা কব্জা করেন
ততদিনে সে বইয়ে আর তুমি নেই।
তুমি তো পরের পাতায়
পরের বইতে।

যে বেশ্যা মাগীটা আমার কবিতা নিয়ে ভাগলো

কেউ কেউ বলেন ব্যক্তিগত মনস্তাপের জায়গা কবিতা নয়,
বিমূর্ততা চাই, এবং তাদের যুক্তিটা আমি বুঝি
কিন্তু ভগবান ; পুরো বারোটা কবিতা হাওয়া আর
আমি কার্বন কপি রাখিনা মাগী তুই জানতিস

ওর মধ্যে আমার আঁকা ছবিও ছিল, সেরা ছবিগুলো ;
দম বন্ধ ক'রে দিয়েছিস তুই, বাকীদের মতো আমাকেও কি
চুরমার ক'রে দিতে চাস ? টাকা নিলি না কেন ?

ওরা তো সাধারণত ওটাই নিয়ে ভাগে, ঘুমন্ত মাতাল প্যান্টের
নোংরা কোণ থেকে বের ক'রে নেয়।
পরের বার আমার বাঁ হাতটা নিয়ে যাস

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

আর তার চেয়েও খারাপ ব্যাপার হলো
ঐ পুরনো বইগুলোও ওঁরা ঠিক বুঝতে পারেননি।
যার জন্য তোমায় কৃতিত্ব দিলেন, সেসব তুমি করোনি
যে অন্তর্দৃষ্টির জন্য হাততালি
সেটা আবার কবে ছিলো তোমার !

লোকে বই খুলে নিজেকেই পড়ে
নিজেদের প্রয়োজনমতো সব বদলে নেয়
যা ভালোলাগলো না, ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

ভালো সমালোচক ভালো লেখকের মতোই বিরল।
আর ভালো রিভিউ পেলাম না খারাপ
তা নিয়ে কারই বা মাথাব্যথা ?

আমি তো এখন পরের পাতায়
পরের বইতে।

বা একটা পঞ্চাশ টাকার নোট,
আমার কবিতা নিস না মেয়ে ;
মাইরি, আমার কবিতা নিস না

আমি শেক্ষপীয়র নই রে, কিন্তু আমি জানি
একদিন, একদিন আর কিছুই থাকবে না,
এমনকি বিমূর্তও নয় ;
টাকা সবসময়েই কিছু না কিছু থাকবে আর তোরা
বেশ্যা আর ঐ মাতালগুলোও থাকবে
শেষ বোমাটা পড়ার আগে পর্যন্ত থাকবে,
কিন্তু ঐ যে ভগবান জুত ক'রে পা মুড়ে ব'সে বলেছিল -
আমি দেখলাম, সত্যি, কত কবির জন্ম দিয়েছি
কিন্তু হায় ! ততো কবিতা হয়নি।

মূল ইংরেজী থেকে অনুবাদ ঃ আর্যনীল মুখোপাধ্যায়

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com